Charter for Change

মানবিক সহায়তামুলক কর্মকাণ্ড আরো বেশি স্থানীয় সক্ষমতায় পরিচালনার জন্য এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আনার একটি উদ্যোগ হলো এই "চার্টার ফর চেঞ্জ"। বিশ্বের ৪৩ টি দেশের প্রায় ১৫০টি জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক এনজিও "চার্টার ফর চেঞ্জ" কে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এর ৮টি প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করার জন্য তাদের সহযোগী সংস্থা বা পার্টনারসহ সকলের প্রতি আহবান রেখেছে। চার্টারে স্বাক্ষরকারী ২৯টি আন্তর্জাতিক এনজিও মে, ২০১৮ সালের মধ্যে ৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে। মুল ইংরেজি চার্টারটির বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হচ্ছে, অনুবাদে যে কোন মতদ্বৈততার সৃষ্টি হলে মুল ইংরেজিকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

Charter4 CHANGE

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সংস্থাসমূহ, মানবিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলনে (World Humanitarian Summit -WHS) যে সকল আলাপ আলোচনার উৎপত্তি হয়েছে এবং যেসকল সুপারিশ এসেছে তাকে স্বাগত জানাই। আমরা মনে করি, মানবিক সহায়তা নিয়ে কাজ করা সংস্থাসমূহের জন্য এখনই সময় নিজেদের কাজের ধরণে পরিবর্তন এনে বিশ্ব সম্মেলন থেকে উঠে আসা সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। যাতে করে দক্ষিণের (তৃতীয় বিশ্বের) দেশগুলো দেশীয় সংস্থাগুলো মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আরোও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক এনজিও হিসেবে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সংস্থাসমূহ ঘোষণা করছি যে, আমরা এ চার্টারের আটটি অঙ্গীকার আগামী ২০১৮ সালের মে মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করবো।

বিশ্বের দক্ষিণের (তৃতীয় বিশ্বের) দেশসমূহে কর্মরত দেশীয় এনজিও হিসেবে আমরা যারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিওর সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করছি তারা এই আটটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছি। আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থাগুলো যারা এই সনদ স্বাক্ষর করেছে তাদেরকে এই সনদ বাস্তবায়নের জন্য বলবো এবং যারা স্বাক্ষর করেনি তাদেরকে এটি স্বাক্ষর করাতে সচেষ্ট থাকবো।

১. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত দক্ষিণের এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা (Increase direct funding to southern-based NGOs for humanitarian action): বর্তমানে মানবিক সহায়তার মোট বরাদ্দের মাত্র ০.২% দক্ষিণের দেশীয় এনজিওদের কাছে সরাসরি যায়। মোট ২৪.৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে মাত্র ৪৬.৬ মিলিয়ন ডলার। আমরা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি যে, অধিপরামর্শ এবং নীতি প্রভাবের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে উৎসাহিত করবো যাতে তারা বছর বছর দেশীয় এনজিওদের মাধ্যমে মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধি করে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ২০১৮ সালের মে মাসের মধ্যে আমাদের নিজেদের মধ্যকার মোট অর্থের কমপক্ষে ২০% দেশীয় এনজিওগুলো পাবে। আমরা আমাদের সহযোগী সংস্থাগুলোর সঙ্গে আমাদের দাতা সংস্থাগুলোর যোগাযোগ করিয়ে দেব যাতে সরাসরি অর্থায়ন হতে পারে।

২. অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা (Reaffirm the Principles of Partnership): আমরা গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান প্লাটফরম ২০০৭ কর্তৃক প্রচলিত অংশীদারিত্বের নীতিমালা (সমতা, স্বচ্ছতা, ফলাফল কেন্দ্রীক কর্মকৌশল, দায়িত্বশীলতা এবং একে অন্যের পরিপূরক নীতি) গ্রহণ এবং স্বাক্ষর করলাম।

৩. দক্ষিণের দেশসমুহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা (Increase transparency around resource transfers to southern-based national and local NGOs): আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহে বিনিয়োগ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আস্থা, স্বচ্ছতা এবং কার্যকরিতা তৈরির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আমরা যাদের সাথে কাজ করি সে সব সংস্থার তথ্যসহ যাবতীয় হিসাব আমরা লিপিবদ্ধ করবো এবং প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমে তা নিয়মিত প্রকাশ করবো, যেমন GHA বা IATI মান।

Charter4CHANGE

৪. স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা (Stop undermining local capacity): আমরা যদি স্থানীয় কোন এনজিওর দক্ষ কোনও কর্মীকে মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য চুক্তিবদ্ধ করি তবে ৬ মাসের মধ্যে অথবা কিছু বেশি সময়ের মধ্যে সেই সংগঠনের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ চিহ্নিত করবো এবং তা প্রদান করবো। উদাহরণ স্বরূপ এটা হতে পারে তার প্রথম ৬ মাসের বেতনের ১০% নিয়োগ ফি হিসেবে প্রদান করা।

৫. দেশীয় সংস্থা ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া (Emphasize the importance of national actors): আমরা দাতা সংস্থাসমূহকে প্রভাবিত করবো যাতে তারা বিভিন্ন পার্টনারশিপ বা অংশীদারিত্বের কাঠামো বিবেচনার সময় বা প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বানের ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওর সঙ্গে কাজ করে।

৬.সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয় (Address subcontracting): আমাদের স্থানীয় এবং জাতীয় সহযোগীরা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশ নেয় এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও অংশীদারিত্ব নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করতে পারে।

৭.ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি (Robust organisational support and capacity strengthening): সার্বিকভাবে বৈশ্বিক মানবিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আমরা দেশীয় সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ক্রমাগত সহযোগিতা প্রদান করবো। আমরা পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবো। আমাদের সহযোগিতার একটি নিদর্শন হতে পারে যে, আগামী ২০১৮ সালের মে মাসের মধ্যে আমাদের সহযোগীদের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করবো। মে ২০১৮ সালের মধ্যে আমরা আমাদের মানবিক সাহায্যের কত অংশ সরাসরি দেশীয় সংস্থাগুলোর মাধ্যমে করতে পেরেছি তা প্রকাশ করবো।

৮.অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ (Communication to the media and the public about partners): আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদ ও গণমাধ্যমে আমরা স্থানীয় সংস্থা ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার কথা তুলে ধরবো এবং তাদের কাজের স্বীকৃতি দেব। তাদেরকে মুখপাত্র হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করবো।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: charter4change.org

christian aid · CAFOD Just one world · tearfund · DanChurchAid · Diakonie Katastrophenhilfe · Islamic Relief Worldwide · Help · Terram Pacis · Caritas Danmark · Caritas Norway · The Johanniter International Assistance · diakonia · Trócaire · kerk in actie · care · Svenska kyrkan · Rescue Global · kinder not hilfe · SCIAF · NCA actalliance · Finn Church Aid actalliance · CRS Catholic Relief Services · War Child United Kingdom · Cordaid · Oxfam · ICCO Cooperation · human appeal · HelpAge International · IPPF

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: কোস্ট ট্রাস্ট/ ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী,
শওকত আলী টুটুল (মোবাইল: ০১৭১৩১৪৪১৭), মো. মজিবুল হক মনির (মোবাইল ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮)
www.equitybd.net , www.coastbd,net